গাংনীতে পাম্পে তেল নিতে এসে ৭ মোটরসাইকেল চালককে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী জামান ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে এসে বৈধ কাগজপত্র, হেলমেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় ৭ মোটরসাইকেল চালককে জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এ জরিমানা করা হয়। জরিমানাপ্রাপ্ত চালকরা হলেন ওসমান গনী, নসিরুল হক, সুজন আহমেদ, মাসুম, ফারুক, জয় ও মামুন হোসেন।

জানা গেছে, পেট্রোল নিতে এসে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় তারা বিপাকে পড়েন। অভিযোগ অনুযায়ী, তারা কেউই মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র, হেলমেট বা ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে আনেননি।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেন জানান, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই মাইকিং করে জানানো হয়েছিল তেল পাম্পে তেল নিতে হলে অবশ্যই গাড়ির বৈধ কাগজপত্র, হেলমেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে রাখতে হবে। অন্যথায় তেল দেওয়া হবে না এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, নির্দেশনা অমান্য করায় ৭ জন চালকের কাছ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মোট ২ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। পরে তাদের তেল দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জামান ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী হারুন অর রশিদ বাচ্চু বলেন, ডিপো থেকে চাহিদার তুলনায় কম তেল পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক ক্রেতাকে সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তবুও আমরা ক্রেতাদের আগেই সতর্ক করছি যেন তারা তেল নিতে আসার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসেন। অন্যথায় তারা জরিমানার মুখে পড়ছেন।

দর্শনায় দুই তেল পাম্পে পেট্রোল সংকট, ভোগান্তিতে মোটরসাইকেল চালকরা

দর্শনার দুটি তেল পাম্পে পেট্রোল সংকটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। প্রতিদিন কিছুসংখ্যক মোটরসাইকেল পেট্রোল পেলেও শত শত মোটরসাইকেল পেট্রোল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

দর্শনা তেল পাম্পে পেট্রোল আসার খবর পাওয়া মাত্রই শত শত মোটরসাইকেল পাম্পে লাইন দেয়। পাম্প মালিকদের দাবি, ডিপো থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোল না পাওয়ায় এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

তেল পাম্প মালিকরা জানান, আগে যেখানে ডিপো থেকে সাড়ে ৪ হাজার লিটার পেট্রোল সরবরাহ করা হতো, এখন সেখানে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৩ হাজার লিটার। ফলে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রোলের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। আগে ৪ থেকে ৫ দিন পরপর পেট্রোল আনতে হতো, এখন ৩ হাজার লিটার পেট্রোল ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পেট্রোল সরবরাহের সময় পুলিশের সহায়তায় পাম্পে পেট্রোল বিক্রি করা হচ্ছে। পেট্রোল শেষ হয়ে গেলে ‘তেল নেই’ লেখা ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এলাকায় অবৈধভাবে চড়া দামে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। পারকৃষ্ণপুর গ্রামের একটি দোকানে ঈদের পরদিন (২১-০৩-২০২৬) ৩০০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রি নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এছাড়া আকুন্দবাড়িয়া তমালতলা এলাকায় ২৮০ টাকা, সাড়াবাড়িয়া চাররাস্তার মোড়ে ২০০ টাকা এবং প্রতাপপুর এলাকায় ২৬০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, কিছু অসাধু মোটরসাইকেল মালিক পাম্প থেকে পেট্রোল সংগ্রহ করে ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা দরে দোকানদারদের কাছে বিক্রি করছে। এরপর সেই পেট্রোল বিভিন্ন দোকানে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে, যার ফলে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা বলেন, অসাধু বিক্রেতাদের

জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবাইদুর রহমান সাহেল বলেন, কোথায় কোথায় অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে তার তথ্য দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় অজ্ঞাত বৃদ্ধের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক অজ্ঞাত বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১৮ মার্চ) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গাংনী- মেহেরপুর সড়কের পোড়াপাড়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী পোড়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোস্তাফিজুর রহমান জানান, অজ্ঞাত ওই বৃদ্ধ রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়াডোব এলাকা থেকে গাংনীমুখী দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কে পড়ে গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ১১টার পর তার মৃত্যু হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ফিরোজ আহমেদ জানান, নিহত বৃদ্ধ প্রায় দেড় বছর ধরে পোড়াপাড়া বাজারের বিভিন্ন দোকানের সামনে অবস্থান করতেন। স্থানীয়দের দেওয়া খাবার খেয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. এম কে রেজা ও ইশতিয়াক আহমেদ মাসুম জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন থাকা ওই বৃদ্ধ পরে মারা যান।

এ বিষয়ে গাংনী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার বলেন, নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরসাইকেল চালককে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার

চেষ্টা করা হচ্ছে।

কোটচাঁদপুরে মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে ছিনতাই

কোটচাঁদপুরে এক যুবকের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার সন্ধ্যা রাতে উপজেলার পাঁচলিয়া সড়কের গোরসুতী গ্রামের মাদ্রাসার সামনের সড়কে এ ঘটনাটি ঘটে। এ সময় দুর্বৃত্তরা ওই যুবককে পিটিয়ে আহত করে। বর্তমানে তিনি স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত যুবক পাঁচলিয়া গ্রামের রহিদুল ইসলামের ছেলে।

রহিদুল ইসলাম জানান, তাঁর ছেলে শাওন হোসেন (১৯)। তিনি পোলট্রি মুরগির চাষ করেন। মুরগি বিক্রির টাকা গোরসুতী মাদ্রাসার আহিদুল ইসলামের কাছে বাচ্চা কেনার জন্য জমা রাখতেন। বুধবার সন্ধ্যায় শাওন মুরগি বিক্রির টাকা নিয়ে মাদ্রাসার দিকে যাচ্ছিলেন।

পথিমধ্যে কয়েকজন যুবক তাঁর মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এরপর তাঁকে পিটিয়ে আহত করে তাঁর কাছে থাকা নগদ ৪০ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, ঘটনাটি যেভাবে শোনা যাচ্ছে, বিষয়টি ঠিক সেভাবে নাও হতে পারে। এর মধ্যে অন্য কিছু থাকতে পারে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের পর প্রকৃত রহস্য জানা যাবে। তবে এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ করেনি।

মেহেরপুরে জুম্মার নামাজের সময় দুই গ্রামের দুটি মোটরসাইকেল চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের দুটি গ্রাম থেকে জুম্মার নামাজের সময় পৃথক দুটি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে এসব চুরির ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে রাসেল জুম্মার নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজের ১৫০ সিসি পালসার মোটরসাইকেল নিয়ে স্থানীয় মসজিদে যান। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে তিনি দেখতে পান, তার মোটরসাইকেলটি সেখানে নেই। চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর মেহেরপুর-ল-১২-৪২৪৯।

একই সময়ে একই ইউনিয়নের রামদাসপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শহীদের মোটরসাইকেলও চুরি হয়। শহীদ বাড়ি থেকে নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে রামদাসপুর গ্রামের মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করতে যান। নামাজ শেষে বের হয়ে তিনি আর তার মোটরসাইকেলটি খুঁজে পাননি। চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর মেহেরপুর-হ-১৩-১৩৪৪।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা মেহেরপুর সদর থানায় পৃথক দুটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,

“লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে। তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুরে ড্রামট্রাক-মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে একজন নিহত, আহত ১

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ-টেংরামারি সড়কের আশরাফপুরে ড্রামট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী লিজন হোসেন নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন চালক রকিবুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে আশরাফপুরে একটি ইটভাটার পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লিজন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মফিজুল ইসলামের ছেলে এবং আহত রকিবুল সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের সামসুল হোদা মন্ডলের ছেলে। তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, চকশ্যামনগর থেকে একটি মোটর সাইকেল নিয়ে লিজন ও রকিবুল আশরাফপুরের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিক থেকে আসা বালি বোঝাই একটি ড্রাম ট্রাক আমদহের দিকে যাচ্ছিল। আশরাফপুর ইটভাটা নিকট পৌছালে অসাবধানবশত ড্রাম ট্রাকের সাথে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেল আরোহী লিজন মারা যান এবং চালক রকিবুল গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে এবং বালি বোঝাই ড্রাম ট্রাকটি জব্দ করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় কারণ অনুসন্ধান চল

ঝিনাইদহে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক যুবক নিহত, আহত ১

ঝিনাইদহ শহরের ক্যাডেট কলেজের সামনে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তানভির হাসান (২৬) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা অপর আরোহী আকাশ হোসেন (২২) গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানভির হাসান ঝিনাইদহ শহরের কালিকাপুর এলাকার আবুল বাসারের ছেলে এবং আহত আকাশ হোসেন সদর উপজেলার ঘোড়শাল গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক তানভীর হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তানভির হাসান বন্ধু আকাশ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে ঝিনাইদহ শহর থেকে শৈলকুপার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ক্যাডেট কলেজের সামনে পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের গতিরোধক (স্পিড ব্রেকার)-এর সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে তারা মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তার পাশে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তানভির হাসানের মৃত্যু হয়। এ সময় তার সঙ্গে থাকা আকাশ হোসেন গুরুতর আহত হন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত আকাশ হোসেনকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং নিহতের মরদেহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।

ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে তার বাবা আবুল বাসার ভেঙে পড়েন। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, “ছেলেটা বন্ধুর মোটরসাইকেল নিয়ে বাইরে ঘুরতে বেরিয়েছিল, আমার বুক খালি করে লাশ হয়ে ফিরল।”

পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি একটি অনিবন্ধিত ১৬০ সিসির এনএস পালসার।

মেহেরপুরে ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ হারালেন মোটরসাইকেল মেকানিক

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামে নিজ বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন মোটরসাইকেল মেকানিক মোহাম্মদ পিন্টু (৫০)।

গতকাল শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোর রাতে তিনি মারা যান।

নিহত মোহাম্মদ পিন্টু গোভীপুর গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি সদর উপজেলা মোটর পার্টস ব্যবসায়ী ও মেকানিক সমিতির সভাপতি ছিলেন।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করতে করতে বাড়ির ছাদে ওঠেন পিন্টু। এ সময় হঠাৎ তিনি ছাদ থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত পিন্টু দীর্ঘদিন ধরে মোটরসাইকেল মেকানিক হিসেবে কাজ করে পরিবারের ভরণপোষণ চালাতেন। তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রয়াত পিন্টুর মামা সাইফুল ইসলাম জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ মেহেরপুরে নিয়ে আসার প্রস্তুতি চলছে। বাদ মাগরিব তাঁর নিজ গ্রামে জানাজা সম্পন্ন হবে।

আলমডাঙ্গায় ইজিবাইকের সঙ্গে মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, আহত ৪

আলমডাঙ্গার নওদাপাড়া নতুন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, সরজগঞ্জ জলীবিলে গ্রামের বাসিন্দা তোতা মিঞা তার স্ত্রী তানিয়া খাতুনের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পরিবারের চারজনকে নিয়ে অটোরিকশায় করে কুষ্টিয়ায় যাচ্ছিলেন। নওদাপাড়া নতুন ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে।

মোটরসাইকেল চালক আমিরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের মৃত কুদরত আলির ছেলে। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আব্দুল আলিমের স্ত্রী পলি খাতুন, মেয়ে চম্পা খাতুন, ছেলে তোতা মিঞা ও তার স্ত্রী তানিয়া খাতুন।

আহতদের আলমডাঙ্গা ফাতেমা ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এরপর তোতা মিঞা ও তার স্ত্রী তানিয়া খাতুনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য দুইজন, পলি খাতুন ও চম্পা খাতুনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

মেহেরপুর–কুষ্টিয়া মহাসড়কে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ৪

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তাসিম (২১) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা

৬টার দিকে মঠমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর গ্রামে মোজাম্মেল হকের বাড়ির সামনে মেহেরপুর–কুষ্টিয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তাসিম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরামপুর গ্রামের আঃ লতিফের ছেলে।

আহতরা হলো-কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরাম গ্রামের রমজান আলীর ছেলে আকাশ (২০), একই গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে রাজা (২০) পিতা- মিজানুর রহমান ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিশকুন্ডি মিস্ত্রিপাড়ার মোটরসাইকেল চালক খোকনের ছেলে জিসান (২২) এবং তার সাথে থাকা আরও একজন অজ্ঞাত যুবক।

স্থানীয়রা জানান, আকাশ (২০), রাজা (২০) সহ চারটি মোটরসাইকেল খলিষাকুন্ডি থেকে বামন্দী পর্যন্ত রেস করতে করতে আসছিল। তারা একটি বাসকে ওভারটেক করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিপরীত দিকের মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিলেন জিসান (২২)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষাকুন্ডি মিস্ত্রিপাড়ার আরো এক অজ্ঞাত যুবক।

হৃদয়বিদারক এ সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তাসিম। আহত হন আকাশ, রাজা, জিসান ও অজ্ঞাত যাত্রী। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চারজনই বর্তমানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে।

এলাকার মানুষ অভিযোগ করে বলেন, মহাসড়কে মোটরসাইকেলের রেসিং প্রায় নিয়মিতই ঘটে; কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।